12-15 maitresh_hullor 23-Sep-24 1:01 PM Page 1

অনুবাদ

‘তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়’

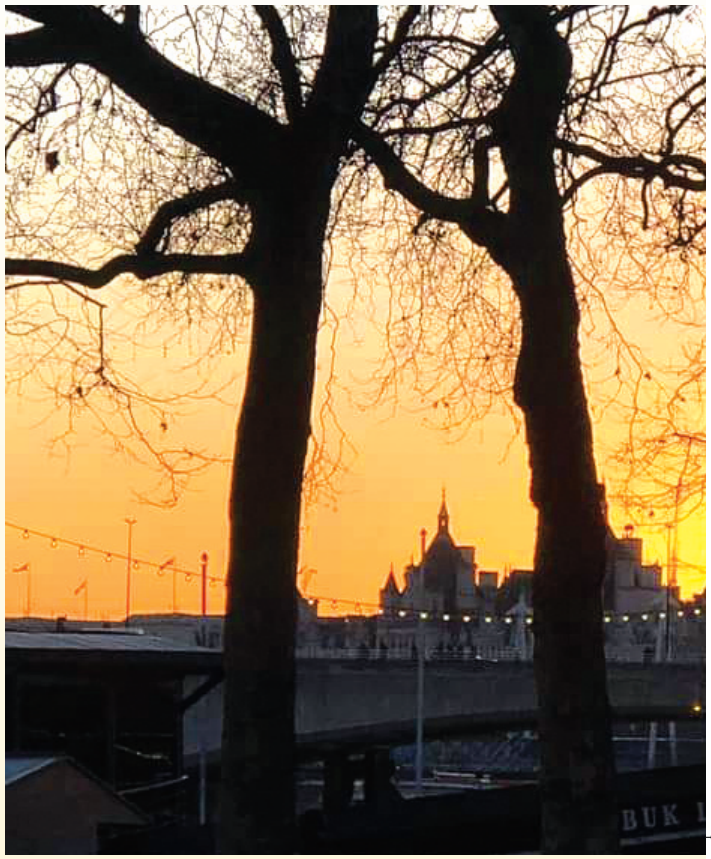

মৈত্রীশ ঘটক

অধ্যাপক
লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স

কবিতা কেন ভালো লাগে বলা শক্ত। নীল আকাশের দিকে তাকালে মন ভালো হয়ে যায় কেন? জানলা দিয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়া দেখলে পুরোনো স্মৃতি ভিড় করে কেন? রাতের আকাশে তারা দেখলে বিস্ময়ে স্তব্ধবাক লাগে কেন? ভোরের কুয়াশামাখা সবুজ মাঠ দেখলে ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে কেন?

কবিতা কিছু শব্দের মাধ্যমে আমাদের স্মৃতি, আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা উসকে দেয়। ঠিক যেমন কোনও কোনও দৃশ্য রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মতো আমাদের মধ্যে এমন কিছু অনুভূতির জন্ম দেয় যা শুধু ভালো বা মন্দ এভাবে বর্ণনা করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই কবিতা ভালো লাগে।

ঠিকই, আধুনিক কবিতা অনেক সময় দুর্বোধ্য ঠেকে। কখনও মনে হয় ইচ্ছে করে নানা শব্দের যথেচ্ছ বিন্যাস করা হচ্ছে লোককে চমকে দেবার জন্যে। আবার পাঠ্যবইয়ের কবিতা দরদ দিয়ে আবৃত্তি করা শুনে মাঝেমাঝে হাসি পায়। ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতা মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হয়েছে, অনেক সময়ে তা যান্ত্রিক লেগেছে।

কিন্তু কিছু কিছু স্মৃতি যেমন আমাদের হঠাৎ বেসামাল করে দেয়, কিছু কিছু সুর যেমন চেতনায় বিঁধে যায়, সিনেমার কোনও কোনও দৃশ্য যেমন অকস্মাৎ এমন আবেগ উসকে দেয় যাতে আমরা নিজেরাই অবাক হই, সেরকম কবিতারও কিছু কিছু লাইন পড়লে হয়।

কৈশোরে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আবিষ্কার করলাম আলো-আঁধারি-কুয়াশাতে ভরা রহস্যময় এক জগৎ, সেখানে মিরুজিন নদী থেকে ধানসিঁড়ি নদী, মিশরের পিরামিড থেকে শ্রাবস্তীর ভাস্কর্য, বিলুপ্ত নগরীর কথা, হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা বা অন্ধকারে জোনাকির মতো খেলা করার মতো কথার মাধ্যমে এক অদ্ভুত সময়চেতনার সঙ্গে মিশেছে প্রকৃতির জাদুমাখা বর্ণনা। ‘কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভ’রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা’ পংক্তিটি যেন আমাদের মনের মধ্যে তুলির টানে এক মুহূর্তে এক আশ্চর্য দৃশ্যকল্প তৈরি করে। আবার ‘হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে’ পড়ে বেদনার এক অনুভূতি তৈরি হয়। আবার পাশাপাশি ‘দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি হে সিন্ধুসারস, মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি নাচিতেছ’ পড়লে রোদ-ঝকঝকে নীল আকাশ আর উত্তাল সমুদ্রের দৃশ্য মনের মধ্যে ফুটে ওঠে।

শুধু নান্দনিক অনুভূতি নয়, কবিতা আমাদের অনেক অন্য

12-15 maitresh_hullor 23-Sep-24 1:01 PM Page 2

আবেগও উসকে দেয়। তার মধ্যে থাকে জীবনবোধ, দার্শনিক চিন্তা, সমসাময়িক সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ক্ষোভ যার উত্তাপ সেই সময় বা পরিপ্রেক্ষিত ছাপিয়েও আমাদের স্পর্শ করে।

জীবনচক্রের আবর্তে অনেকদূরে ফেলে এসেছি আশির দশকের কলকাতায় বড়ো হবার সময় বাংলা কবিতার প্রতি প্রথম অনুরাগের মুহূর্তগুলো। কিন্তু একবার ধমনীতে সেই শব্দমদিরার নেশা ঢুকে গেছে বলে প্রিয় কোনও কবিতার লাইন মনে পড়ে গেলে এখনও এক অদ্ভুত মুগ্ধতাবোধ আচ্ছন্ন করে রাখে, অসতর্ক মুহূর্তে ছুঁচের মতো বেঁধে চেতনায়, স্মৃতির বিষাদবৃক্ষ থেকে চুঁইয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা ঘন আঠার মতো রক্ত।

প্রবাসী জীবনে আস্তে আস্তে আমার বইয়ের তাক ভরে উঠেছে প্রিয় কবিদের বইয়ে। অনেক তন্ময় মুহূর্ত কাটে সেগুলো উলটেপালটে, পড়ে, তাদের নিহিতার্থ নিয়ে চিন্তা করে। কোনও প্রবন্ধ লেখার সময় বিশেষ কোনও অনুভূতি বা চিন্তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে কবিতার কোনও লাইন মনে পড়লে বইয়ের তাকে খুঁজে খুঁজে পুরো কবিতাটি বার করতে গিয়ে আরও অনেক প্রিয় কবিতা যা স্মৃতির কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল, তাদের পুনরাবিষ্কার করে অনেকটা সময় তন্ময় হয়ে কেটে যায়।

বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ছাড়াই নিজের খেয়ালে কিছুদিন হল ভালো লাগা বাংলা কবিতার অনুবাদ করা শুরু করেছি। মনে আছে দিনটা, প্রথম যখন এরকম শুরু করি কয়েক বছর আগে। লন্ডন শহরে টেমস নদীর ধারে বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারপাশ এক মায়াবী আভায় ভরে ছিল। দেখে মনে পড়ে গেছিল জীবনানন্দ দাশের এক বিখ্যাত কবিতার কতগুলো লাইন।

‘পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ
ব’লে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে
জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান
আসিতেছে ভেসে’

অবসরের গান
জীবনানন্দ দাশ

তার অনুবাদ করেছিলাম।

The world seems like a magic land
by the mystic river
All the fading sunlight gathering in
after the end of the day's work
And songs of somnolence drifting in
from the sea of summer

Songs of Leisure
Jeebananda Das

পুরো কবিতাটা অনেকটা দীর্ঘ, এখনও তা অনুবাদ করা শেষ হয়নি। কিন্তু তারপর থেকে বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করেছি। সবসময় যে মূল কবিতার ভাবটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি তা হয়তো নয়, কিন্তু তাহলেও এর মাধ্যমে কবিতাটি নিয়ে ভালোলাগাটা অনেকটা সময় ধরে নাড়াচাড়া করে উপভোগ করতে পারি। আর আমার মতো অনেকেই যাঁরা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই স্বচ্ছন্দ তাঁদের হয়তো এই চর্চার একটা অন্যরকম আকর্ষণও আছে। অনুবাদ যেন মানসিকভাবে নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করে ফেরা এবং ফিরে এসে নিজের দেশকে একটু অন্য চোখে নতুন করে দেখার মতো। আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে দুটো আলাদা পৃথিবী মিলে যেতে পারে, এবং মিলে গিয়ে নতুন উপলব্ধির জন্ম দিতে পারে, মূল কবিতাটির রস অন্যভাবে আস্বাদন করা যেতে পারে, অনুবাদ করতে গিয়ে এই কথা বারবার মনে হয়েছে।

আর তা ছাড়া বাংলা কবিতার ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দ্যুতির এককণাও যদি বাংলা না-জানা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, তাহলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব। এখানে বাংলায় মূল কবিতার

12-15 maitresh_hullor 23-Sep-24 1:01 PM Page 3

সঙ্গে আমার অনুবাদ করা কতগুলো কবিতার অনুবাদ পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

মানুষ
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে,
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনও মুখ
দেখে চমকায়,
এখনও সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায়।

Human
Birendra Chattopadhyay

His house burnt down
in an unholy blaze
His mind was swept away
in deadly tidal waves
Still he looks startled
when he sees a face
Still he makes an idol
when he gets some clay.

অবনী বাড়ি আছো?
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

Abani, are you home?
Shakti Chattopadhyay

Doors clasped shut, in the still of the night
Someone keeps knocking at the door
'Abani, are you home?'

It rains here all year long
Clouds graze like cows
Sullen green tube-weeds
Clasp at the doorway -
'Abani, are you home?'

The molten heart aches
With a distant fading pain
As I doze off
Suddenly, a knock at the door
'Abani, are you home?'

মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়
শঙ্খ ঘোষ

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জ্বেলে চুপ করে নীলকুঠুরিতে বসে থাকি?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পরে নিই
মানব শরীর একাকার?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো। চতুরতা, যাও।
কী-বা আসে যায়

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয় !

A fool, not social at all
Sankha Ghosh

Coming back home, feel like you talked too much?
Trying to be too clever; feel tired to the bone?

12-15 maitresh_hullor 23-Sep-24 1:01 PM Page 4

Feel like taking a shower, lighting an incense-stick
and sit quietly in the blue chamber?

Feel like taking off your demonic garb
and putting on your human body again?

Molten time brings moistness in its pitcher
Its raft floats up - do you like lying on it forever?

If so, then come back. So long, cleverness!
What does it matter?

People will say you're a fool, not social at all.

মানুষ বড়ো কাঁদছে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

People are hurting
Shakti Chattopadhyay

People are in tears, do stand by them
Yet people keep on setting traps
Still, stand by them like birds
People are so lonesome
Do stand by them

Been thinking of you since morning
Just the way you are
Been thinking of you in the evening, and at night

People are so lonesome
Do stand by them

Stand by them, float toward them
Stand by them with love
People are in tears
Do stand by them
People are so lonesome
Do stand by them.

শীর্ণ ছায়া
রণজিৎ দাশ

সমস্ত মুক্তির পথে অন্ধ ভিখারির মতো
ভালোবাসা ঠায় বসে থাকে।
পথের ওপরে তার ক্ষুদ্র, শীর্ণ ছায়া
নিঃশব্দে ডিঙিয়ে যেতে হয়।
সমস্ত মুক্তির পথে, এটুকুই, মূল পরিশ্রম।

Shrivelled Shadow
Ranajit Das

On all paths to freedom
love sits still
like a blind beggar

You have to cross
its small shrivelled shadow
quietly
to pass through

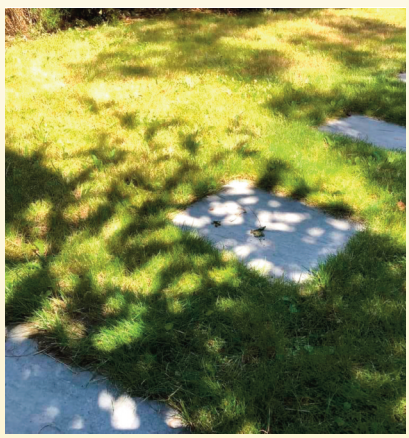

On all paths to freedom, this, is the main struggle.

কৃতজ্ঞতা কবিতাগুলোর অনুবাদ পড়ে পরামর্শ ও মতামত দিয়েছেন মনীষিতা দাশ।

হুল্লোড় - এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়,
শ্রাবন্তী ভৌমিক, সেমন্তী ঘোষ ও রণজিৎ দাশ

ছবি লেখক